No. of Printed Pages : 15

एम.टी.टी.-003

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

00201

दिसम्बर, 2018

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. कविता का अनुवाद करते समय किस तरह गद्य की अपेक्षा अधिक सावधानी की ज़रूरत होती है ? मध्यकालीन कविता के अनुवाद का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए । *20*

अथवा

सूचनाओं और विवरणों का अनुवाद साहित्यिक सामग्री के अनुवाद से किस प्रकार भिन्न होता है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

আপাতত, ইতিপূর্বে, তটস্থ, অভিমান, সুনিশ্চিত, সম্পর্ক, ক্ষুরোয়, পরিচ্ছন্ন, দায়িত্ব, শুভেচ্ছা

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

साथ, प्रेम, हिफाज़त, अधिकार, रद्द, निहायत, हरा, हिस्सा, ज़िम्मेदार, बहुतायत ।

4. निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं ***पाँच*** का बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला में अलग-अलग प्रयोग कर वाक्य बनाइए : 20

चर्चा, व्यर्थ, व्यंग्य, स्रोत, गंभीर, अवस्था, दरबार, गोष्ठी, अध्यक्ष, धूप ।

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***चार*** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : $4 \times 10 = 40$

(a) সৌমিত্র বিবাহিত । এখনও সন্তান হয়নি । দুই ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বছর চারেক আগে অথচ নাতি-নাতনি হচ্ছে না বলে ডি আই জি সাহেবের স্ত্রীর বেশ আক্ষেপ আছে । ওরা সৌমিত্রর ঘরে ঢুকে শুনল সিডিতে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে । সৌমিত্রর স্ত্রী আলমারি খুলে শাড়ি গোছাতে ব্যস্ত, সৌমিত্র ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে ।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কী খবর ডাক্তারবাবু ?'

'আরে ! এসো এসো । বসো ।'

'আজ শ্বশুরমশাইয়ের অবসরের দিন । সেলিব্রেট করতে আসতে হল ।'

'হ্যাঁ । বাবা বেঁচে গেল । আমিও যদি অবসর নিতে পারতাম !'

'নিয়ে নাও । ডি আর তো নিতেই পার, পার না ?'

'নাঃ । তদ্দিন চাকরি হয়নি ।'

'ডাক্তারি করা সত্যি তোমার ভাল লাগছে না ?'

'নট দ্যাট । কোনও বাঁধা ডিউটি করতে ইচ্ছে হয় না । পিতৃদেব বলেছেন প্র্যাকটিশ করতে । স্বাধীনতা পাওয়া যাবে । কোথায় স্বাধীনতা ? তখন তো চব্বিশ ঘন্টাই আমার থাকবে না ।'

'তা হলে ডাক্তারিটা পড়লে কেন ?

'তেবেছিলাম ত্রিপুরা গরিব রাজ্য । ডাক্তার হয়ে মানুষের কাজে লাগব । কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে শুধু বই পড়ে যদি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত । বিশ্বাস করো, হাসপাতালে গিয়ে রুটিন ডিউটি করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই ।' সৌমিত্র মাথা নাড়ল ।

সৌমিত্রর স্ত্রী এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল । এবার কথা বলল, 'বাবা রিটায়ার করেছেন । চাকরি ছাড়লে কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ ?'

নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী বই পড়ছ দাদা ?'

'বাঙালির ইতিহাস ।' সৌমিত্র বলল ।

এইসময় শাশুড়ি ঘরে এলেন । তাঁর হাতে একটা খাম । বাসুদেব আর নীলাকে দেখে তিনি খুশি হলেন, 'ওমা, তোমরা কখন এসেছ ?'

নীলা বলল, 'এই তো, এইমাত্র ।'

'আমার বুক থেকে এতদিনে পাথরটা নামল ।'

(b) রুকু কিন্তু বুঝতে পারেনি যে, ইজিচেয়ার খুলে সে পেছন দিকে পড়ে গেছে । পড়ার আগে সে ছিল গাছের ডালে বাঁধা উচু একটা মাচার ওপর । গভীর রাত । ঝিম-ঝিম চাঁদের আলো । মাচার তলায় লেপার্ড এসে সবে কড়মড় করে হাড় চিবোতে শুরু করেছে । রুকু ভেবেছে, সে মাচা ভেঙে পড়ে গেছে । তারস্বরে পড়ে পড়েই চেঁচাচ্ছে "বাঘ, বাঘ, বাবা বাবা বাঘ ।"

দাদাকে চিতপাত হয়ে পড়ে যেতে দেখেই সুকু পাইপটাইপ ফেলে ছুটে এসেছিল । রুকু কী বই পড়ছিল সে জানে না । সে জানে কাঠের ফাঁদ থেকে দাদাকে উদ্ধার করতে হবে । বইটা ছিটকে মাথার দিকে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে । সুকু দাদার হাত ছটো ধরতেই রুকু আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, "ওরে বাবা, বাবা বাঘ, ওরে বাবা বাঘ ।"

সুকু ধমকে উঠল, "চোখ বুজিয়ে কী বাঘ বাঘ করছিস । চোখ খুলে দ্যাখ, বাঘ না সুকু ।"

পাশের ঘরে বোনাটা রেখে মা রাজ্যেশ্বরী সবে একটু চোখ বুজিয়েছিলেন, তন্দ্রামতো আসছিল । হুড়মুড় শব্দটা শুনেছেন, তার-পরই বাঘ, বাঘ চিৎকার । প্রথমটায় তিনিও ধতমত খেয়ে গিয়েছিলেন । দিন কি রাত, বুঝতেই একটু সময় লাগল । রাতের দিকে এই ডালটনগঞ্জে মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয় । পাহাড়ের দিক থেকে নেমে

আসে লোকালয়ে । বেশির ভাগই গুলবাঘ । বনবেড়াল তো হামেশাই উঠে আসে বাংলোর হাতায় ।

বারান্দায় চেনে বাঁধা ছিল অ্যালবার্ট । মাংস-ভাত খেয়ে সেও একটু ঝিমোচ্ছিল । শব্দটব্দ শুনে সমানে ঘেউ ঘেউ করছে ।

(c) চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলটি, 'এখন আপনি ঘুমাতে পারেন । আমরা ঠিক রাত তিনটের সময় রওনা হব । আর একটা কথা, পালাবার চেষ্টা করবেন না । আমরা যেখানে আছি তার কুড়ি মাইলের মধ্যে কোনও বাঙালি নেই । অতএব ধরা আপনাকে পড়তেই হবে ।'

'আমি নির্বোধ নই যে পালিয়ে বিপদ ডেকে আনব ।'

'ধন্যবাদ ।' ছেলেটি চলে গেল ।

সৌমিত্র বাকি তিনজনকে দেখল । চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে । সে প্রথমজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বিয়ে করেছ ?'

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটু দুরে গিয়ে বসল । সৌমিত্র বুঝল, এদের উপর নির্দেশ আছে তার সঙ্গে কথা না বলতে । অথবা ভাল বাংলায় এরা কথা বলতেই পারে না । পার্বত্য ত্রিপুরার উপজাতিরা এখন বাধা না হলে বাংলা বলে না । সে শুয়ে পড়ল । মাথার ওপর জঙ্গলের

আড়ালের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ । সেখানে তারা জ্বলছে । সৌমিত্র ভেবে পাচ্ছিল না এই চিঠি বাড়িতে পৌঁছোলে সেখানে কী কাণ্ড ঘটবে ।

আগরতলায় পৌছে সোজা শ্বশুরবাড়িতে চলে এল বাসুদেব । বাইরের ঘরে তখন বিধ্বস্ত পি বি তাঁর পরিচিত কয়েকজন পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলছিলেন । জামাইকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন শ্বশুরমশাই । বললেন, 'আমার কথা তোমরা শুনলে না । শুনলে আজ এই অবস্থা হত না ।'

'আপনি চাননি সৌমিত্র ওখানে যাক ।' নিচু গলায় বলল বাসুদেব ।

'হ্যাঁ, কেন চাইনি তা এখন বুঝতে পারছ তো ?' তার চিঠি পড়ে তুমি বড় গলায় বললে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই, সৌমিত্র ভাল আছে । এখন কী বলবে তুমি ?' পি বি-কে খুব হতাশ মনে হচ্ছিল ।

'ওরা যে একজন ডাক্তারকে কিডন্যাপ করবে আমি ভাবতে পারিনি । এর আগে কোনও ডাক্তারের দিকে ওরা হাত বাড়ায়নি । কিন্তু কারা ওকে কিডন্যাপ করেছে তা কি জানতে পেরেছেন ?'

মাথা নাড়লেন পি বি । এক পুলিশকর্তা বললেন, 'কেউ ক্লেমই করছে না । মুশকিল হয়েছে কিছু সমাজবিরোধী একটা টিম করে জঙ্গিদের কায়দায়

কিডন্যাপ করে টাকা হাতাবার চেষ্টা করছে আজকাল । ওদের কেউ হলে কিছুই জানা যাবে না ।'

বাসুদেব বলল, 'তা হলে আপনারা এখন কী ভাবছেন ?'

পি বি বললেন, 'কিছুই ভাবতে পারছি না । বাবা হয়ে আমি কখনওই চাইব না আমার ছেলের মৃত্যু হোক । যেমন করে হোক ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে ।'

(d) "না না না, কতবার বলব কনুইটা অতটা ভাঙ্গবে না – হাতটা অমন তক্তার মতো লাফিয়ে উঠল কেন ? উহূঁ উহূঁ ... হল না, বাঁ হাতটা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ কাঁধটাও এগোচ্ছে আর ডান কাঁধটা পিছিয়ে যাচ্ছে, এতে স্কোয়ার শোল্ডার পোজিশানটা যে ভেঙ্গে যাচ্ছে ... নে নে, আবার কর্ ... ওকি ! জলের বাইরে হাত নিয়ে যাবার সময় শরীরের পাশের দিকটা বেকে তেউড়ে শূয়োপোকা চলার মতো হয়ে যাচ্ছে যে ! ... দ্যাখ্ আমাকে দ্যাখ । তোর কনুইটা কেন বাঁক খাচ্ছে না বোঝার চেষ্টা কর্ ... এইভাবে, এই, রকম । আর হাতের আঙুল জল টানবার সময় ফাঁক করবি না । জলের ওপর থাবড়ে থাবড়ে হাত ফেলিস দেখেছি, ওভাবে নয় । পরিষ্কারভাবে সোঁত করে ঢুকে যাবে । আগে আঙুল তারপর কব্জি থেকে

পুরো হাতটা । আর নিঃশ্বাস নেওয়াটা ভাল করে বুঝে নে । যদি ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিঃশ্বাস নিস, তাহলে বাঁ হাতটার কব্জি যখন জলে ঢুকছে তখন মাথা ঘোরাবি । মাথা নিচু রাখার জন্য থুতনিটা বুকের দিকে টেনে রাখবি । মাথার লাইন এধার ওধার হবে না । ডান হাতটা যখন উঠবে তার তলা দিয়ে উকি দিয়ে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে হবে । আর ডান হাত যেই জলে ঢুকছে সেই সঙ্গে তোর মুখও আবার জলে ডুবছে । ... যা যা আবার কর্ । দু'হপ্তা হয়ে গেল এখনো একটা জিনিসও ঠিক মতো করতে পারলি না ।"

জলের ধারে সিমেন্ট বাঁধানো সরু পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ সমানে বকবক্ করে চলেছে । কোনি পাড়ের ধারে খানিকটা সাঁতরায় আর থেমে থেমে ওর দিকে তাকায় । সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে এই ব্যাপার চলেছে । এখন সাড়ে আটটা ।

"আর পাচ্ছি না ক্ষিদ্দা ।"

"কেন ! বলেছিলি দু'দিনেই সুহাসের মতো স্ট্রোক শিখে নিবি । দু'দিন ছেড়ে তো সতেরো দিন হয়ে গেল ।"

জলের মধ্যে দাঁড় সাঁতার কাটতে কাটতে কোটি চাপা রাগ নিয়ে বলল, "করছি তো আমি । আপনি খালি হচ্ছে না হচ্ছে না বলেই যাচ্ছেন ।"

(e) ঘাটে থৈ থৈ ভীড় । বয়স্কদের ভীড়টাই বেশি । সদ্য ওঠা কাঁচা আম মাথার উপর ধরে, ডুব দিয়ে উঠেই ফেলে দিচ্ছে । ভেসে যাচ্ছে আম । কেউবা দূরে ছুড়ে ফেলছে ।

ছোট ছোট দলে ছেলেরা জলে অপেক্ষা করে আছে আম সংগ্রহের জন্য । কেউ গলাজলে দাঁড়িয়ে, কেউবা দূরে ভেসে রয়েছে । আম দেখলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় । একসঙ্গে দু-তিনজন চীৎকার করতে করতে জল তোলপাড় করে এগিয়ে যায় । যে পায়, প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়, পকেটটা আমে ভরে গিয়ে ফুলে উঠলে, জল থেকে উঠে ঘাটের কোথাও রেখে আসে । সেই আমে হাত দেয়ার সাধ্য কারুর নেই । পরে আমগুলো ওরা বিক্রি করে পথের ধারে বসা বাজারে, অনেক কম দামে ।

আজ গঙ্গায় ভাঁটা, জল অনেকটা সরে গেছে ঘাট থেকে । সিঁড়ী এবং তার দু'ধারে ইঁটবাঁধানো ঢালু পাড় শেষ হয়ে কিছুটা পলিমাটি, তারপর জল । স্নান করে, কাদা মাড়িয়ে বিরক্ত মুখে উঠে আসতে হচ্ছে । তারপর অনেকে যায় ঘাটের মাথায়, ট্রেন লাইনের দিকে মুখ করে বসা বামুনদের কাছে, যারা পয়সা নিয়ে জামাকাপড় জমা রাখে, গায়ে মাখার

সর্ষে বা নারকোল তেল দেয় এবং কপালে চন্দনের ছাপ আঁকে । রাস্তার একধারে বসা ভিখারীদের অনেকে উপেক্ষা করে, কেউ কেউ করে না । দু'ধারের ছোট ছোট নানান দেবদেবীর দুয়ারে এবং শিবলিঙ্গের মাথায় ঘটি থেকে গঙ্গাজল দিতে দিতে, কাঠের, প্লাস্টিকের, লোহার, খেলনার ও সাংসারিক সামগ্রীর দোকানগুলির দিকে কৌতূহলী চোখ রেখে অধিকাংশই বাড়ির দিকে এগোবে । পথের বাজার থেকে ওল বা থোড় বা কলম্বা লেবু ধরনের কিছু হয়তো কিনলেও কিনতে পারে । তারপর, রোদে তেতে ওঠা রাস্তায় খালি-পা দ্রুত ফেলে বাড়ি পোছাবে বিরক্ত মেজাজে ।

তেলচিটে একটা ছে'ড়া মাদুরে উপুড় হয়ে বিষ্টুচরণ ধরও ডলাই-মালাই করাতে করাতে বিরক্ত মুখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে । বিষ্টু ধর (পাড়ায় বেষ্টাদা) আই.এ.পাশ. অত্যন্ত বনেদী বংশের, খান সাতেক বাড়ি ও বড়বাজারে ঝাড়ন মশলার কারবার এবং সর্বোপরি সাড়ে তিনমণ একটি দেহের মালিক । ওরই সমবয়সী চল্লিশ বছরের একটি বিশ্বস্ত অস্টিন সর্বত্র ওকে বহন করে ।

(f) আগরতলায় ফিরতে ভোর হয়ে গিয়েছিল । বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই রিপোর্টটা টাইপ করে ই-মেইলে পাঠিয়ে দিল সে । আধ ঘন্টার মধ্যেই এই খবর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে । সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না, এই ভুলটা তার আজকাল হয় না, আজ হল ।

খবরটা পাঠানোর মিনিট পাঁচেক বাদেই অনুরোধটা এল । ছবি চাই । অন্তত মেয়েগুলোর পিঠের ছবি । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাও ।

টিভি খবর ছবি ছাড়াই প্রচার করলে তেমন গুরুত্ব পারে না এটা বাসুদেব জানে । সে শংকর দত্তকে ফোন করল । ভদ্রলোক বোধহয় বিছানায় শরীর এলিয়েছিলেন । বাসুদেব বলল, 'আপনার কাছে একটা সাহায্য চাই । এটা একেবারেই ব্যক্তিগত ।'

'বলুন ।'

'আমাকে একবার ওই হাসপাতালে যেতে হবে । একটু যদি আপনার লোকদের অ্যালার্ট করে দেন ।'

'কেন যাবেন ?'

'আক্রান্তদের পিঠের ছবি তুলে আনা হয়নি । আমার হেডঅফিস চাইছে ।'

'ও । হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ক্যামেরা না দেখে অবাক হয়েছিলাম । মনে হচ্ছিল আপনি খুব ডিস্টার্বড । অন্য দিনের মতো মুডে ছিলেন না ।'

'থাকা সম্ভব নয় । কারণটা জানতে চাইবেন না ।' বাসুদেব বলল, 'তা হলে ওই কথা রইল ।'

'দাঁড়ান । আপনার উচিত হবে না একা দিনের বেলায় গাড়ি চালিয়ে অত দুরে যাওয়া । আপনি বরং ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমার বাংলোয় চলে আসুন ।' শংকর দত্ত বললেন ।

'আপনার বাংলোয় ? কেন ?'

'আরে মশাই, এক কাপ চা তো খেয়ে যেতে পারেন ।'

'আপনি সারারাত ঘুমাননি – !'

'তাতে আমরা অভ্যস্ত – ! আসুন ।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে বাসুদেব যখন শংকরবাবুর বাংলোয় পৌঁছোল তখন রোদ বেশ তেজ হয়েছে । সদ্য স্নান সেরেছেন ভদ্রলোক । বললেন, 'বসুন । চায়ের সঙ্গে নাস্তা চলবে ?'

'অনেক ধন্যবাদ । শুধু চা ।'

কাজের লোককে নির্দেশ দিয়ে শংকর দত্ত বললেন, 'আপনাকে অত দুরে কষ্ট করে যেতে হবে না । অবশ্য আমাদের পুলিশ-ক্যামেরাম্যানের তোলা ছবি আপনার পছন্দ হবে না কিন্তু কাজ যদি চলে যায় তা হলে দেখতে পারেন । ওটা এখনই পেয়ে যাব ।'

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) कल शाम को चौक में दो-चार जरूरी चीजें खरीदने गया था । पंजाबी मेवाफरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं । एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार, गुलाबी सेब सजे हुए नजर आये । जी ललचा उठा । आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है । टमाटो को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था । अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है । गाजर भी पहले ग़रीबों के पेट भरने की चीज थी । अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे; मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन हैं, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है । और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी । डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं । सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढकर नहीं है तो घटकर भी नहीं । हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दसहरी और बम्बई के अल्फाँसो की बात दूसरी है । उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है; मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन हैं या नहीं, हैं तो काफी हैं या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आयी । सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है । अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है । हमने दुकानदार से मोल-भाव किया और आध सेर सेब माँगे ।

दुकानदार ने कहा – बाबूजी बड़े मजेदार सेब आये हैं, खास कश्मीर के । आप ले जाएँ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी ।

मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा – चुन-चुनकर रखना ।

(b) अब तो मैं तीसरी बार तिब्बत में प्रवेश कर रहा था, इस रास्ते यह दूसरी बार जा रहा था । पहले प्रवेश में मुझे उतने ही कष्टों का सामना करना पड़ा था, जितना कि हनुमानजी को लंका-प्रवेश में ।

21 अप्रैल को हम बहुत दूर नहीं गए । डाम गाँव के सामने तेजी गंग (रमइती) में रात के लिए ठहर गए । पहली यात्रा में हम कई दिनों के लिए डाम गाँव में ठहरे थे । अबकी गाँव से पहले पड़ने वाले लोहे के झूले को पार कर अभी सवेरा ही था, जबकि गाँव में पहुँच गए । यह लोहे का झूला सतयुग का कहा जाता है – जंजीरों का पुल है, और काफी लंबा होने की वजह से बीच में पहुँचने पर खूब हिलता है । अभयसिंहजी को पहले-पहल ऐसे पुल से वास्ता पड़ा था, इसलिए उनके पैर आगे नहीं बढ रहे थे । मैंने कहा – आँखें मूँद करके चले आओ । चला आना तो था ही, क्या लौट कर काठमांडू जाते ? गाँव से पार होने लगे, तो हमें अपनी पहली यात्रा की सहायिका यल्मोवाली साधुनी अनीबुटी एक घर में बैठी हुई दिखाई पड़ीं । सात ही वर्ष तो हुए थे, उसने देखते ही पहचान लिया । वह और डुग्पा लामा का एक और शिष्य वहाँ थे । उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई । पहली

यात्रा में तो मैं तिब्बती भाषा नाममात्र की जानता था, लेकिन अब भाषा की कोई कठिनाई नहीं थी ।

अब भोटकोशी के किनारे-किनारे कभी उसके एक तट पर कभी दूसरे तट पर आगे बढ़ाना था । रास्ते में कहीं भोजन किया और कहीं दूध पीने को मिला । तिब्बती भाषा-भाषी क्षेत्र में यात्री को ठहरने का कुछ सुभीता जरूर हो जाता है । वहाँ चौके-चूल्हे की छूत का सवाल नहीं है, न जनाने-मर्दाने का ही, इसलिए घर के चूल्हे पर जाकर आप अपनी रसोई बना सकते हैं । खाने-पीने की जो भी चीज घर में मौजूद है, उसे पैसे से खरीद सकते हैं, और बहुत कम ऐसे गृहपति मिलेंगे, जो ठहरने का स्थान रहने पर भी देने से इंकार करेंगे ।